শিশু সুরক্ষা নীতিমালা ২০২১

নারীপক্ষ

র‍্যাংগস নীলু স্কয়ার (৫ম তলা) সড়ক- ৫/এ, বাড়ী-৭৫

সাত মসজিদ রোড, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯

সূচিপত্র

	অনুমোদন	০১
০১.	ভুমিকা	০২
০২.	নীতিমালার নাম	০২
০৩.	নীতিমালার পরিধি ও উদ্দেশ্য	০২
০৪.	নীতিমালাটি কার্যকর হওয়ার তারিখ	০২
০৫.	নীতিমালা পরিচালনার মূলনীতি	০২-০৩
০৬.	সংজ্ঞা	০৩-০৪
০৭.	দায়িত্ব	০৪
০৮.	অভিযোগ দাখিল	০৪-০৫
১৯.	সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা	০৫
১০.	শিশু সুরক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি (ফোকাল পয়েন্ট)	০৫
১১.	প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ	০৬
১২.	বাছাই এবং নিয়োগ	০৬
১৩.	প্রশিক্ষণ, তত্তাবধান এবং সহায়তা প্রদান	০৬-০৭
১৪.	পেশাগত আচরণবিধি	০৭
১৫.	সংবাদ মাধ্যম, যোগাযোগ ও তথ্য/ গোপনীয়তা	০৮
১৬.	প্রতিবেদন	০৮-১০
১৭.	শিশু সুরক্ষার আচরণ বিধি	১০-১১
১৮.	ঘোষণাপত্র	১১-১২
১৯.	নীতিমালা পর্যালোচনা	১২

অনুমোদন

সভানেত্রীর নামঃ মাহমুদা বেগম গিনি **স্বাক্ষরঃ** তারিখঃ 30/11/2021

ভূমিকাঃ

শিশুদের নিয়ে কাজ করে এমন বিভিন্ন সংগঠনে শিশুরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এটা প্রমাণিত বা স্বীকৃত। নারীপক্ষ'র বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী এবং সহযোগী সংগঠনের কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত সকল শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা অতি জরুরী। এসকল শিশুদের নির্যাতনের শিকার হওয়া থেকে রক্ষা করা এবং কোন নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নারীপক্ষ শিশু সুরক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন করছে।

১. নামঃ এই নীতিটি **"শিশু সুরক্ষা নীতিমালা ২০২১, নারীপক্ষ"** নামে অভিহিত হবে।

২. শিশু সুরক্ষা নীতিরমালার পরিধিঃ

এই নীতি নারীপক্ষ'র সকল সদস্য, কর্মী, কর্মকর্তা, সহযোগী সংগঠনের কর্মী, কর্মকর্তা, স্বেচ্ছাসেবক, উপদেষ্টা, ভেন্ডার, সেবাকর্মীরা সহ আরও সংশ্লিষ্ট সকলের জন্যই বাধ্যতামূলক। যাঁরা নারীপক্ষ'র জন্য কাজ করে থাকেন সেটা অর্থের বিনিময়ে বা বিনা অর্থে পূর্ণকালীন বা খন্ডকালীন, সকলেই এই নীতির আওতাভূক্ত হবেন।

৩. শিশু সুরক্ষা নীতিরমালার উদ্দেশ্যঃ

শিশু সুরক্ষা সম্পর্কে অভিন্ন ধারণা গড়ে তোলা, শিশুদের নির্যাতনের শিকার থেকে রক্ষা করা এবং কোন নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এই নীতিরমালার উদ্দেশ্য। শিশু সুরক্ষা নীতি কেবল তাঁদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নয়, বরং সকল বিষয় বিবেচনা করে। শিশুদের যাতে নিরাপদে রাখা যায় এবং নৈতিকতার সাথে কাজ করা যায় সেই চেষ্টা করা।

এই নীতি কার্যকর হলে শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করা যাবে বলে আশা করা যায়। একই সঙ্গে সংগঠনের সদস্য, কর্মকর্তা, কর্মীরাও সুরক্ষিত থাকবে।

৪. শিশু সুরক্ষা নীতিমালা কার্যকর হওয়ার তারিখঃ

নারীপক্ষ'র শিশু সুরক্ষা নীতিমালাটি পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/জানুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ থেকে কার্যকর হবে।

৫. এই নীতি পরিচালনার মূলনীতিগুলোঃ

শিশুদের সর্বোত্তম স্বার্থই হচ্ছে সবার আগে এবং যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়ে সেটাই হবে বিবেচ্য বিষয়। পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে শিশুদের অধিকার রক্ষা ও উপকারের কথা ভাবাই হচ্ছে শিশুকেন্দ্রিক এবং অধিকার ভিত্তিক কৌশলঃ

১. বয়স, লিঙ্গ, যোগ্যতা, নৃ-গোষ্ঠীর পরিচয়, পরিস্থিতি নির্বিশেষে সকল শিশুই যাতে সুযোগ- সুবিধা পেতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে যাতে তাদের নিরাপত্তার চাহিদাগুলো সর্বোচ্চহারে পূরণ হয় এবং তাদের গুরুত্বপূর্ণ সুযোগগুলোও পেতে সক্ষম হয়;

২. শিশুদের প্রতি কর্তব্য পালনের দায়িত্ব নিতে হবে এবং কোথাও কোন শিশু ঝুঁকিতে রয়েছে অথবা কোন নির্যাতনের শিকার হয়েছে সেটা বুঝতে পারলে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে;

৩. ঝুঁকির উপাদানগুলোকে যদিও পুরোপুরি কমানো সম্ভব হবেনা, তবে যতটুকু সম্ভব ঝুঁকির আশংকা হ্রাস করার চেষ্টা করতে হবে;

৪. শিশু সুরক্ষা নীতিমালা সম্পর্কে এবং তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা যেভাবে কাজগুলো করে থাকি, সেগুলো সম্পর্কে সবাইকে জানাতে হবে;

৫. সংবেদনশীল তথ্য সম্পর্কে গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে;

৬. শিশুরা যে সুরক্ষার ঝুঁকিতে থাকে বিষয়গুলো যেন সবাই উপলব্দি করতে পারে সে উদ্দেশ্যে যারা নারীপক্ষ'র সাথে কাজে যুক্ত রয়েছে তাঁদের জানানো ও প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে;

৭. শিশুদের সুরক্ষার জন্য অন্যান্য সংগঠনের সাথেও কাজ করতে হবে। তাঁদের মধ্যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং শিশু বান্ধব সংস্থাগুলোকে প্রয়োজন হলে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে

৮. শিশু সুরক্ষা নীতিমালা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করা: প্রতি তিন বছর পর পর শিশু সুরক্ষা নীতি পর্যালোচনা করা হবে।

৬. সংজ্ঞা

৬.১. শিশু:

এই নীতিমালায় ১৮ বছরের নীচে এমন যে কোন মানব সন্তানকেই শিশু বলে বিবেচনা করতে হবে। এটি জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ এবং শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৯৮৯ সালে গৃহিত জাতিসংঘ সনদে (সি আর সি) বলা আছে যা শিশুদের জন্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের দলিল হিসেবে ১৯২ টিরও বেশি দেশ স্বাক্ষর করেছে ।

৬.২. শিশু সুরক্ষা নীতিমালা:

শিশু সুরক্ষা নীতিমালা হচ্ছে শিশুদের নির্যাতনের শিকার থেকে রক্ষা করার জন্য সংগঠনের অঙ্গীকার। কিভাবে তাঁদের সাথে সংগঠনের কর্মী, সদস্য এবং এই নীতির পরিধির আওতায় ব্যক্তিরা আচরণ করবে তার দিক নির্দেশনা। শিশু সুরক্ষার পদ্ধতিগুলো হচ্ছে, নিরাপদ নিয়োগ; সদস্য, কর্মী ও সংশ্লিষ্টদের আচরণ বিধি; প্রয়োজনে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে শিশুদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করে প্রকৃত নির্যাতন সম্পর্কে প্রতিবেদন করা; সদস্য, কর্মী, এবং সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তি শিশু সুরক্ষায় নিয়োজিত থাকবেন মর্মে একটি ঘোষণায় স্বাক্ষর করবেন।

৬.৩. শিশু নির্যাতন:

এই নীতির আওতায় শিশু সুরক্ষা বলতে বিশেষ করে শিশুদের উপর নির্যাতন প্রতিরোধকে বোঝানো হচ্ছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ব্যবহৃত সংজ্ঞা:

শিশু নির্যাতন বা অসদাচরণ বলতে সকল ধরণের শারীরিক, মানসিক দুর্ব্যবহার, যৌন নির্যাতন, অবহেলা বা অবহেলামূলক আচরণ অথবা বানিজ্যিক বা অন্য ধরণের কোন শোষণ যা সম্পর্ক, বিশ্বাস অথবা ক্ষমতার

ভিত্তিতে শিশুর স্বাস্থ্য, বেঁচে থাকা, উন্নয়ন ও মর্যাদার ক্ষেত্রে প্রকৃত ক্ষতিসাধন করে অথবা ক্ষতিসাধন এর আশংকা থাকে এমন আচরণ।

আন্তর্জাতিকভাবে চারটি মূল ধরণের নির্যাতন সাধারণভাবে স্বীকৃত রয়েছেঃ

ক. শারীরিক নির্যাতনঃ আঘাত করা, ঝাঁকুনি দেয়া, ছুঁড়ে ফেলে দেয়া, পুড়িয়ে বা আগুনের ছ্যাঁকা দেয়া, পানিতে ডোবানো, শ্বাসরোধ করা, অথবা শিশুদেরকে যে কোন শারীরিক ক্ষতিসাধন করা। মা-বাবা অথবা সেবাদানকারী ব্যক্তি কোনরকম অনিচ্ছাকৃত ক্ষতি করা অথবা উদ্দেশ্যমূলকভাবে ক্ষতিসাধন করে থাকে।

খ. মানসিক নির্যাতনঃ এটি হচ্ছে শিশুর উপর অসদাচরণ করা, যার ফলে শিশুর মানসিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুতর ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণাত্মক প্রভাব পড়ে। এর মধ্যে এমনও হতে পারে যে- শিশুকে অযোগ্য মনে করা, তাকে তা বার বার বলা, কোন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি শারীরিক প্রয়োজন মেটানোর জন্যে শিশুকে ব্যবহার করা ও মূল্য দেয়া, শিশুকে প্রায়শঃই আতংকিত করে তোলা, বিপদে ফেলা ইত্যাদি সহ আরও অনেক কিছু আছে। এই সব মানসিক নির্যাতন গোপনেও হতে পারে।

গ. অবহেলাঃ শিশুকে প্রয়োজনীয় যত্ন থেকে বঞ্চিত করা, অভিভাবক বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা (শিক্ষক, বন্ধু, ভাই-বোন, অন্যান্য আত্মিয়) প্রয়োজনীয় দেখাশোনা না করা । এটা শিশুর শারীরিক এবং মানসিক উন্নয়নের উপর বাধা সৃষ্টি করে থাকে। অপর্যাপ্ত যত্ন ও তত্ত্বাবধান শিশুকে খারাপ অবস্থার দিকে ঠেলে দিতে পারে যার ফলে তাঁর যথেষ্ঠ ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে।

ঘ. যৌন নির্যাতনঃ জোরপূর্বক বা প্রলোভন দেখিয়ে একজন শিশুকে যৌন কাজে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করা। যেমনঃ শারীরিক স্পর্শ, ধর্ষণ অপরদিকে সংস্পর্শহীন কার্যকলাপও হতে পারে, যেমনঃ শিশুকে অশ্লীল কাজ দেখানো, অশ্লীল উপকরণ তৈরীতে অংশগ্রহণ করানো, যৌন আচরণ করতে বাধ্য করা ।

এছাড়াও শিশুরা নির্যাতন এর শিকার অনেকভাবে এবং যে কোন স্থানেই হতে পারে অর্থ্যাৎ পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, পাড়া-মহল্লায়, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে অথবা ইন্টারনেটেও হতে পারে। ডিজিটাল নির্যাতন স্মার্ট ফোনের মাধ্যমেও হতে পারে।

৭. দায়িত্বঃ

এই নীতির পরিধির আওতায় যে কেউ যেন এই নীতিমালা বাস্তবায়নে দায়িত্বশীল হতে পারেন এজন্য তাঁরা শিশু নির্যাতন বিষয়ক কোন তথ্য পেলে অথবা কোন কিছু জানতে পারলে যে ধরণের প্রতিবেদন পেশ করতে হবে তার পদ্ধতি ধারা ১২ এ বিশদভাবে দেয়া আছে।

শিশু নির্যাতনের মত অপরাধমূলক তৎপরতার সাথে কোন সদস্য, কর্মী বা এ নীতির পরিধির আওতায় যে কেউ জড়িত আছে এরকম কোন অভিযোগ পেলে সেটা সম্পর্কেও প্রতিবেদন দিতে হবে।

৮. অভিযোগ দাখিলঃ

এই নীতি অনুসারে দোষারোপ এবং অভিযোগের পার্থক্য সম্পর্কে সঠিকভাবে বুঝতে পারা গুরুত্বপূর্ণ। দোষারোপ হচ্ছে- সাধারণভাবে কোন অসন্তোষ বা উদ্বেগ সম্পর্কে মৌখিক ও লিখিত কোন বিষয় প্রকাশ করা।

আর অভিযোগ হচ্ছে- কোন ভুলকাজ বা অসদাচরণ নিশ্চত করা অথবা অপরাধমূলক আচরণ সম্পর্কে মৌখিক ও লিখিত ঘোষণা দেয়া।

যদি কোন শিশুর মা-বাবা অথবা সেবাদানকারী কোন ব্যক্তি অভিযোগ জানাতে চায় তাহলে প্রথমে তাঁদের নারীপক্ষ কার্যালয়ে এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির (শিশু সুরক্ষা ফোকাল পয়েন্ট) সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

অভিযোগগুলোর সমাধানের জন্য কিভাবে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে সে সম্পর্কে নারীপক্ষ'র নির্বাহী কমিটি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

৯. সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা:

নারীপক্ষ সবসময়ই শিশুদের স্বার্থ রক্ষার প্রতি সংবেদনশীল। যে সকল জেলায় কাজ করা হয় সেসব স্থানের পরিস্থিতি বিচার করে শিশুদের সুরক্ষা এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে সংবেদনশীল এই দুইটির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ। একটি সংগঠন হিসেবে নারীপক্ষ জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের (সি আর সি) সাধারণ নীতিমালা মেনে চলবে যেখানে কোন বৈষম্য ছাড়াই সকল শিশুর সব অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে এবং উক্ত সনদের ধারা ১৯ অনুসরণ করবে।

১০. শিশু সুরক্ষায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি (ফোকাল পয়েন্ট):

শিশু সুরক্ষা নীতিমালা বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য অবশ্যই সংগঠনের কাউকে শিশু সুরক্ষা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি (ফোকাল পয়েন্ট) হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হবে। শিশুদের সংবেদনশীলভাবে নিয়ে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করার জন্য তাঁর প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং অঙ্গীকার থাকতে হবে।

তাঁর বিস্তারিত দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে:

১. শিশু সুরক্ষা নীতিমালা বাস্তবায়নে নারীপক্ষকে সহায়তা প্রদান করা;

২. সকল শিশুর সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে শিশু ও কর্মী, সদস্য, সংশ্লিষ্টদের জন্য প্রথম যোগসূত্র হিসেবে কাজ করা;

৩. শিশুদের কল্যাণে কাজ করে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ রয়েছে এমন সব স্থানীয় সংগঠনের তালিকা সংগ্রহ করা;

৪. শিশু সুরক্ষার বিষয়গুলো সম্পর্কে সদস্য, কর্মী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ ও সহায়তা দেয়া এবং একই সাথে যে সকল পদক্ষেপ নেয়া যায় সেটা সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত গ্রহন করা;

৫. নারীপক্ষ'র নির্বাহী কমিটির কাছে অভিযোগগুলো তুলে ধরা;

৬. প্রয়োজনে ঘটনা সম্পর্কে শিশুবান্ধব সংস্থা অথবা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের কাছে জানানো

৭. সুরক্ষা সংক্রান্ত কোন অভিযোগ ও সকল তথ্য সঠিকভাবে রক্ষা করা।

১১. প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ:

শিশু সুরক্ষার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে প্রতিরোধ। সেজন্য সংগঠনের সদস্য ও কর্মীদের এবং শিশু সুরক্ষা নীতির পরিধির আওতায় সকলের উচিৎ শিশুদের সাথে ইতিবাচক আচরণ করা। সেই সাথে শিশুদের পীড়া দেয় এমন ঘটনা দ্রুত চিহ্নিত করা এবং তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়া।

১১.১. বাছাই এবং নিয়োগ:

সঠিক কর্মী বাছাই করা ও নিয়োগ দেয়া হচ্ছে সংগঠনের জন্য সম্ভাব্য অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে চিহ্নিত করার প্রথম সুযোগ। তাই শিশুদের যত্ন নেয়ার কাজে যুক্ত করার আগে যথাযথ পরীক্ষামূলক প্রক্রিয়া গ্রহণের বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

নারীপক্ষ ও এর সহযোগী সংগঠন শিশুদের জন্যে ঝুঁকির কারণ হবেনা শুধু এমন সব মানুষদেরই নিয়োগ করার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো নেবেঃ

ক. সকল চাকুরী, চুক্তি এবং সেবা গ্রহণের বিজ্ঞাপনে অবশ্যই উল্লেখ করা হবে যে, নারীপক্ষ শিশুদের সুরক্ষার জন্য কাজ করে এবং সেই জন্য যাঁরা এর সাথে কাজ করতে চাইবেন তাঁরা শিশুদের সাথে কাজ করার উপযুক্ত কিনা তা নিজেরা বিবেচনায় রেখে আবেদন করবেন

খ. যেখানে কোন কর্মী সরাসরি শিশুদের সাথে কাজ করবে তারা সত্যিকারের যোগ্য কিনা সেটা নিশ্চিত করতে অতিরিক্ত সতর্কতা হিসাবে পূর্বের নিয়োগকর্তাদের রেফারেন্স চেক করা

গ. কর্মীদের একটি নিজ ঘোষণাপত্র (ধারা ১৪) স্বাক্ষর করতে বলা হবে যাতে উল্লেখ থাকবে যে, তাঁদের মধ্যে শিশুদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ক্ষতিকর অপরাধে যুক্ত হবার মানসিকতা নেই

ঘ. বিশেষ কোন পরিস্থিতিতে, অতীত ইতিহাস পরীক্ষা করা বা রেফারেন্স নাও পাওয়া যেতে পারে। এই পরিস্থিতিতে সতর্কতার সাথে যাচাই করে দেখতে হবে যে তিনি শিশুদের সাথে কাজ করার উপযুক্ত কিনা

ঙ. যেখানে কোন কর্মী সম্পর্কে কোন অভিযোগ আসবে তখন অবশ্যই ঐ ব্যক্তির নারীপক্ষ'র বা সহযোগী সংগঠনের সাথে কাজ করার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। তদন্তের মাধ্যমে অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাঁকে বরখাস্তও করা হতে পারে।

১১.২. প্রশিক্ষণ, তত্ত্বাবধান এবং সহায়তা প্রদান:

কর্মী নিয়োগ এর পর তাঁকে প্রশিক্ষণ দেয়া যাতে করে শিশুদের ঝুঁকির মাত্রা অনেকখানি কমিয়ে আনা যায়। নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করার মাধ্যমে সেটা করা যেতে পারে:

ক. সকল সদস্য ও কর্মীদের এবং এই নীতির পরিধির আওতায় সকলকে (যতটা পারা যায়) শিশু সুরক্ষা নীতিমালা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে এবং তাঁদেরকে তাঁদের সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক ও শিশু সুরক্ষায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাথে এই নীতির সম্ভাবনা নিয়ে ও প্রভাব নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ করে দিতে হবে। এটি হবে তাঁদের চাকুরীতে অবহিতকরণের অংশ।

খ. কোন কর্মীকে একা কোন শিশুর সাথে কাজ করার অনুমতি দেয়া হবেনা। কর্মী বা সদস্য শিশুদের সাথে তখনই কাজ করতে পারবেন যেখানে দৃশ্যমান কোন ব্যবস্থা থাকবে।

গ. রাত্রি যাপন করতে হলে কোন সদস্য/ কর্মী কোন শিশুর মা-বাবা/ অভিভাবকের উপস্থিতি ছাড়া কোন শোবার ঘরে শিশুদের সাথে একা থাকতে পারবেন না। অনেক সময়ই কোন কোন শিশু একা থাকতে নাও চাইতে পারে, অথবা সংস্কৃতিগত ভাবেই একই রুমে থাকার বিষয়টি স্বীকৃত হতে পারে। এ অবস্থায় ঐ ভ্রমণে যাওয়ার আগে শিশু সুরক্ষায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির (ফোকাল পয়েন্ট) সাথে অবশ্যই পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করে নিতে হবে।

ঘ. কোন কক্ষে অবস্থানের সময়ে একই লিঙ্গের শিশুদের একই সাথে থাকতে হবে (যেমন, ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশু একই কক্ষে কখনোই থাকবেনা)।

ঙ. সকল কর্মী, সদস্যকে শিশুদের সাথে কাজ শুরু করার আগে শিশু সুরক্ষায় নির্দিষ্ট আচরণ বিধিতে স্বাক্ষর করতে হবে।

চ. সদস্য/ কর্মীদের অবশ্যই প্রযুক্তি (কম্পিউটার ও মোবাইল ফোন) ব্যবহারের বিষয়ে তাঁদের বোঝাতে হবে যে, তাঁরা এমন কোন তথ্য বা ঘটনা অথবা যৌন চিত্র দেখাতে পারবেন না যা শিশুদের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে।

ছ. সদস্য/ কর্মীরা শিশু সুরক্ষায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির (ফোকাল পয়েন্টে) এবং নির্বাহী কমিটির মাধ্যমে শিশু সুরক্ষা নীতিমালা বাস্তবায়ন এবং শিশু সুরক্ষা সম্পর্কে তত্ত্বাবধান, সহায়তা ও প্রশিক্ষণের সুবিধা চাইতে পারেন।

১১.৩. পেশাগত আচরণ বিধিঃ

নারীপক্ষ'র সকল সদস্য , কর্মী এবং সহযোগী সংগঠনের কর্মীদেরকে এবং এ নীতিমালার আওতায় সকলে যাদের শিশুদের সাথে সরাসরি কাজের প্রয়োজন হবে তাঁদেরকে শিশু সুরক্ষার বিষয়ে আচরণ বিধি স্বাক্ষর করতে হবে। তাতে বলা থাকবে শিশুদের সাথে কাজ করতে গিয়ে তাঁদের দায়িত্ব কি হবে ।

এই আচরণ বিধিতে যেসকল বিষয় থাকবে সেগুলো হচ্ছেঃ

ক.কাজের জায়গায় ইতিবাচক আচরণ করতে হবে। এমন কোন ভাষা ব্যবহার করা যাবেনা যা শিশুদের জন্য অপমানজনক এবং কোন ভাবেই শিশুরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এমন কোন কাজ করা যাবেনা

খ.এই নীতি অনুসারে শিশুদের সুরক্ষা নিয়ে কোন রকম আশংকা দেখা দিলে সেটা সম্পর্কে প্রতিবেদন করতে হবে

গ.সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে এবং এই নীতি অনুসারে প্রকৃত বা সন্দেহজনক ঘটনা ঘটার মত কোন পরিস্থিতি নিয়েই প্রকাশ্যে কথা বলা যাবেনা। কারণ, যারা এরকম কোন ঘটনার সাথে জড়িত হয়ে পড়ে তাঁদের গোপনীয়তাও রক্ষা করা প্রয়োজন

ঘ. ১৮ বছরের নীচের বয়সের কারো কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে কোন যৌন সেবা নেয়া যাবেনা। এমনকি তাঁদের যৌন সম্পর্কের সম্মতি থাকলেও না।

১১.৪. সংবাদ মাধ্যম ও যোগাযোগ / গোপনীয়তা:

ক)

১. কোন শিশু বা তাঁর মা-বাবা/ অভিভাবকের সাথে নারীপক্ষ'র কোন চুক্তি না থাকলে সকল ব্যক্তিগত তথ্য গোপন রাখতে হবে।

২. শিশুদের এমন ছবি ব্যবহার করতে হবে যা সম্মানজনক (অবমাননাকর হয় অথবা কোন শিশুর নগ্ন বা আংশিকভাবে আবৃত যৌনতামূলক ছবি নয়);

৩. শিশুদের বাবা-মা/ অভিভাবকের লিখিত অনুমতি থাকলেই কেবল কোন শিশুর ছবি পুনর্মুদ্রণ করা যাবে।

খ)

কাজের সাথে সম্পর্কিত কোন উদ্দেশ্যে শিশুদের নিয়ে ছবি তোলা বা ভিডিও করার আগে, নারীপক্ষ এবং সহযোগী সংগঠন যা করবে, সেগুলো হচ্ছে:

১.ব্যক্তিগত ছবি তোলা বা পুনর্মুদ্রণের জন্যে কোন বাঁধা রয়েছে কি না সেটা মেনে চলতে হবে;

২. শিশুর বাবা-মা অথবা অভিভাবকের কাছ থেকে সম্মতি নিতে হবে এবং তাঁদের বুঝিয়ে বলতে হবে যে, কিভাবে তাঁদের ছবি ব্যবহার করা হবে;

৩.এটা নিশ্চিত করতে হবে যে ছবি, ভিডিওতে শিশুকে মর্যাদা ও সম্মানের সাথে উপস্থাপন করা হবে এবং কোন প্রকার ক্ষতির কারণ হয় সে ভাবে তুলে ধরা যাবেনা। শিশুর পরনে প্রয়োজনীয় যথেষ্ঠ পোশাক থাকতে হবে এবং এমন ভঙ্গীতে ছবি তোলা যাবেনা যাকে যৌন আবেদনের সংজ্ঞার মধ্যে ফেলা যেতে পারে;

৪.ছবিগুলো ঘটনা ও বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে সঠিকভাবে উপস্থাপনা করার বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে, এবং ইলেক্ট্রনিক উপায়ে কোন ছবি পাঠানো হলে শিশুটির সকল গোপনীয় তথ্য যাতে চিহ্নিত না করা যায় সে ব্যাপারে নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

১২. প্রতিবেদন:

এটা ধারণা করা হয়ে থাকে যে, এই নীতিমালা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হলে সংগঠনের মধ্যে শিশু নির্যাতনের আশংকা কমে যাবে।

শিশুর সুরক্ষা একটি সংবেদনশীল বিষয়। কোন শিশু নির্যাতনের শিকার হলে তাৎক্ষানকভাবে সেখানেই বলে ফেলা কঠিন এবং উচিত নয়। কখনো কখনো শিশু নির্যাতনের ঘটনায় প্রয়োজনীয় প্রমাণ সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

একজন শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে কি হয়নি সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব কোন সদস্য/ কর্মীর বা এই নীতির পরিধির আওতাভুক্ত কোন ব্যক্তির নয়। কোন ঘটনা ঘটলে সেটা সম্পর্কে শিশু সুরক্ষায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির (ফোকাল পয়েন্টের) কাছে অথবা নির্বাহী কমিটির কাছে প্রতিবেদন করাই সকল কর্মীর / সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দায়িত্ব।

এরকম পরিস্থিতি যথাযথ এবং কার্যকরভাবে সমাধানের জন্য নিম্নোক্তভাবে একটি প্রতিবেদন প্রদান করা হবে :

১. সকল অভিযোগ গুরুত্বের সাথে নিতে হবে। ঘটনাটা যতোই অবিশ্বাস্য বলেই মনে হউক না কেনো

২. নিম্নোক্ত যে কোন ঘটনা বা পরিস্থিতি সম্পর্কে অবশ্যই প্রতিবেদন করতে হবে:

ক) যে কোন শিশু বা নারীপক্ষ'র সাথে পরিচিত কোন শিশুর ক্ষেত্রে প্রকৃত অথবা সন্দেহভাজন নির্যাতনের কোন অভিযোগ উঠলে;

খ) কোন সদস্য, কর্মী অথবা এই নীতিমালার পরিধিভুক্ত যেকোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অসদাচরণ বা কোন নির্যাতনের অভিযোগ উঠলে তা খতিয়ে দেখা হবে, অভিযোগকারী শিশু নারীপক্ষ'র পরিচিত হোক বা না হোক

৩. শিশু সুরক্ষা নীতি অনুসারে প্রতিবেদন করতেই হবে এবং পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত নিতে হবে;

৪. শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত সকল লিখিত রেকর্ড, সিদ্ধান্তসহ অবশ্যই অতি-সাম্প্রতিক অবস্থায় শিশু সুরক্ষায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির (ফোকাল পয়েন্ট) কাছে দিতে হবে। এর মধ্যে কোন বিশেষ সংস্থার কাছে কোন ঘটনা পাঠানো হবে সেটাও উল্লেখ করা থাকতে হবে;

৫. সকল সংবেদনশীল ও ব্যক্তিগত তথ্য অবশ্যই গোপন রাখতে হবে। অভিযোগকারী, অভিযুক্ত ব্যক্তি এমন কি যিনি নির্যাতনের প্রতিবেদন করেছেন তাঁর নামও;

৬. কোন বিশেষ শিশু বান্ধব সংস্থা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে তখনই কোন ঘটনা পাঠানো হবে যখন অভিযোগ অপরাধমূলক বলে মনে হবে এবং তার জন্য যথেষ্ঠ প্রমাণও থাকবে। ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট কোন শিশু এবং মা-বাবা/অভিভাবক অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত শিশুটির পরিস্থিতি এবং তাঁর পরিবারবর্গ সম্পর্কে কোন তথ্য কোন ব্যক্তি বা কোন প্রতিষ্ঠানের কাছে পাঠানো হবেনা;

৭. শিশুর জন্য ঝুঁকির কারণ হতে পারে এমন কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নাম আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে পাঠানো হবে তদন্তের জন্য, যখন মনে করা হবে যে একটা অপরাধ সংঘটিত হয়েছে;

৮. কোন নির্যাতনের ঘটনা ইন্টারনেট অথবা অন্য কোন প্রযুক্তির মাধ্যমে পাওয়া গেলে (যেমন, শিশুদের অশ্লীল চিত্র) অথবা অন্য কোন সংগঠন থেকে নারীপক্ষে পাঠানো হয়ে থাকলেও সেটা অবশ্যই ইন্টারনেটের মাধ্যমে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা অথবা নারীপক্ষ বা এর কোন সহযোগী সংগঠনে কর্মরত কারো কাছে পাঠানো যাবেনা। এর পরিবর্তে এই তথ্য কিভাবে পাঠানো যেতে পারে সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ (শিশু অধিকার আইনজীবী) কাছ থেকে পরামর্শ নিতে হবে। কারন, আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ আইনেও শিশু নির্যাতনের ছবি (শিশুর অশ্লীল চলচ্চিত্র) বিতরণের বিষয়টি একেবারেই বেআইনী, তবে প্রয়োজনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে ইমেইলে বা ওয়েবসাইটের লিংক পাঠানো যেতে পারে।

৯. কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত তদন্ত সমাপ্ত হবার পর নীতিমালা এবং আইনী ব্যবস্থার আলোকে অবশ্যই সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ নিতে হবে।

১০. যদি কোন সহিংসতার ঘটনার প্রতিবেদন করা হয়, ঘটনাটি শেষ পর্যন্ত অসত্য বলে প্রমাণিত হলেও প্রতিবেদন পেশকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবেনা। অবশ্য প্রতিবেদনটি অসতুদ্দেশ্যে পেশকৃত বলে মনে করা হলে যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিলো তাঁকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়ার প্রস্তাব করা হবে এবং প্রতিবেদন পেশকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে তখন মানব সম্পদ/ প্রশাসন বিভাগ সংশ্লিষ্ট শৃঙ্খলাজনিত ব্যবস্থা নিতে পারে।

১৩. শিশু সুরক্ষায় আচরণ বিধি:

এই আচরণ বিধি শিশুদের সাথে কাজ করার সময়ে কর্মী, সদস্য, স্বেচ্ছাসেবী এবং এই নীতির পরিধিভুক্ত সকলের আচরণ এর যথাযথ সীমানা সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়।

ক. নারীপক্ষ'র সদস্য, কর্মী সহ এই নীতিমালার ধারা ২এ উল্লেখিত সকলে -

১. শিশুদের সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষায় কাজ করবেন;

২. ধর্ম, বয়স, যোগ্যতা, লিঙ্গ, ভাষা, সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক অবস্থান ভেদে প্রত্যেক শিশুর সাথে মর্যাদা ও শ্রদ্ধার সাথে আচরণ করবেন;

৩. শিশু এবং তাঁদের পরিবারের সাথে বিশেষ সম্পর্ককে শ্রদ্ধার সাথে নিতে হবে এবং শিশুদের সাথে সকল পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি যুক্ত করতে হবে;

৪. শিশুদের সামনে নিজেদের একজন ইতিবাচক রোল মডেল হিসেবে তুলে ধরার জন্য তাঁদের নিজেদের আচরণ তাঁদের অবস্থান অনুযায়ী করতে হবে;

৫. শিশুদের প্রতি সংবেদনশীল হবেন এবং তাঁদের সাথে এমন কোন ইঙ্গিত করবেন না যা নির্যাতন বলে মনে হয়;

৬. শিশুদের কথা শুনবেন, গুরুত্ব দিবেন এবং যেন তাঁদের মানসিকতার উপর নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে সে বিষয়ে লক্ষ্য রেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে;

৭. শিশুদের সাথে কাজ করার সময় খোলামেলা আলোচনা করবেন;

৮. যেখানে সম্ভব সেখানে শিশুদের সাথে একা থাকা এড়িয়ে চলবেন এবং শিশুদের সাথে কাজ করার সময়ে কোন না কোন প্রাপ্ত বয়স্ককে সেখানে থাকা নিশ্চিত করবেন।

খ. এ নীতিমালার ধারা ২এ উল্লেখিত সকলে যা যা করা থেকে বিরত থাকবেন-

১. শিশুদের লজ্জা দেয়া, অপমানকর কোন আচরণ বা তাঁদের ছোট করে দেখার মত কোন আচরণে যুক্ত হওয়া;

২. এমন কোন ভাষা ব্যবহার, পরামর্শদান অথবা উপদেশ দেয়া যা অনুপযুক্ত, অবমাননাকর আচরণ মনে হতে পারে;

৩. এমন কোন জায়গায় নিয়ে যাওয়া যেখানে নির্যাতনের ঝুঁকি থাকে;

৪. শিশুদের সাথে এমন কোন কাজে যোগ দেয়া যা অবৈধ, অনিরাপদ অথবা অবমাননাকর মনে হবে;

৫. এমনভাবে কাজ করা যাতে করে পৃথক আচরণ বলে মনে হয়, অথবা বিশেষ কোন শিশুকে অন্যদের চাইতে বেশি পক্ষপাত করা হয়;

৬. শিশু এবং তাঁর মা-বাবা অথবা অভিভাবকের সম্মতি ছাড়া কোন শিশুর ছবি তোলা বা ভিডিও করা।

১৪. ঘোষণা পত্রঃ

শিশুদের সাথে কোন প্রকল্প এবং কর্মসূচিতে যোগ দেয়ার আগে নারীপক্ষ'র সদস্য, কর্মী, এবং ধারা ২এ বর্ণিত সকলকে (যারা শিশুদের সাথে সরাসরি কাজ করবে) আচরণ বিধির ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করতে হবে-

১. শিশুদের উপর প্রভাব ফেলতে পারে এমন কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আমি আমার সিদ্ধান্ত নিয়ে চিন্তা করবো, এবং সেই সব সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপই নেব যেগুলো শিশুদের সর্বোত্তম উপকারে আসে;

২. আমি সকল শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ককে বয়স, লিঙ্গ, সামাজিক প্রেক্ষাপট, রাজনৈতিক বিশ্বাস অথবা অন্য যে কোন অবস্থা নির্বিশেষে সবার সাথে একই রকম আচরণ করবো। আমি কোন শিশুকে কোন কারণেই বিশেষ পক্ষপাত দেখাবো না, ছোট করে দেখবো না অথবা অন্য শিশুদের থেকে পৃথক করবো না;

৩. আমি বুঝি যে, আমি হয়তো শিশুদের সাথে ক্ষমতা ও বিশ্বাস নিয়ে কাজ করার মত অবস্থানে রয়েছি। আমি কখনো আমার ক্ষমতার অপব্যবহার করবো না অথবা এমন কিছ করবো না যাতে এই বিশ্বাস ভঙ্গ হয়। আমি শিশুদের ক্ষমতায়ন এবং একটা খোলামেলা সংস্কৃতি এবং নিরাপদ ব্যবস্থা চালু করার জন্য সর্বোত্তম চেষ্টা করবো যেখানে শিশুরা প্রশ্ন করতে বা সহায়তা চাইতে সহজ বোধ করবে;

৪. আমি এমনভাবে কখনোই কাজ করবো না যা শিশুর শারীরিক বা মানসিকভাবে ক্ষতিকর হতে পারে। আমি শিশুদের এমন পরিস্থিতিতে সুরক্ষা দেয়ার জন্য কাজ করবো যেখানে তাঁরা তাঁদের সহপাঠী সহ অন্যদের কাছ থেকেও ঝুঁকি মুক্ত থাকতে পাওে;

৫. আমি এমন কোন আচরণ করবো না যা শারীরিকভাবে সংগত নয়। আমি কোন শিশুকে অসংবেদনশীলভাবে আদর করা, ধরে রাখা, জড়িয়ে ধরা, চুমো খাওয়া অথবা স্পর্শ করবো না, এবং আমি কখনোই তাঁদের সাথে যৌন আচরণ করবো না;

৬. আমি অন্যদের কাছ থেকে দূরে একা কোন শিশুর সাথে সময় কাটাবো না তবে, একান্ত প্রয়োজন হলে আমি নিশ্চিত করবো যে অন্য কোন ব্যক্তি আমাদের দেখতে পাচ্ছে এবং ঘরের দরজা খোলা রাখবো অথবা কোন না কোন ভাবে দৃশ্যমানতা বজায় রাখবো;

৭. আমি যদি নারীপক্ষ'র সদস্য, কর্মী/সহযোগী সংগঠনের কর্মী না হই আমি সব সময়ই নারীপক্ষ/সহযোগী সংগঠনের কর্মীদের সাথে নিয়ে শিশুদের সাথে কাজ করবো।

আর একজন সদস্য/কর্মী হিসেবে আমি এটা নিশ্চিত করবো যে, সদস্য/কর্মী নয় এমন যে কোন ব্যক্তি যখন শিশুদের সাথে কাজ করবে তখন তাঁদের সাথে সকল সময়ই একজন সদস্য/কর্মী থাকবেন;

৮. কোন ছবি বা ভিডিও গ্রহণ করার আগে আমি অবশ্যই প্রত্যেক শিশুর এবং তার মা-বাবা অথবা অভিভাবকের কাছ থেকে সম্মতি নেব। আমি এটাও নিশ্চিত করবো যে, আমি যেসব ছবি নেব সেগুলো থেকে শিশুর প্রতি শ্রদ্ধা ও ক্ষমতায়নের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। আমি এসব ছবি কোন সংবাদ মাধ্যম অথবা ইন্টারনেটে প্রকাশ করবো না, সেগুলোকে এমনভাবে ব্যবহার করবো না যাতে করে তাঁদের অবস্থান বুঝা যায়।

৯. কোন শিশুর উপর নির্যাতন অথবা অসদাচরণের ঘটনা দেখতে পেলে সেটা সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরি করা আমার দায়িত্ব, অথবা আমার কাছে প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হলে সেটা সম্পর্কে নারীপক্ষ অথবা সহযোগী সংগঠনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি / শিশু সুরক্ষা ফোকাল পয়েন্ট বা একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে জানাবো।

আমি নারীপক্ষ'র শিশু সুরক্ষা নীতিমালা পাঠ করেছি এবং আমি এর সবকিছুই মেনে চলবো বলে অঙ্গীকার করছি।

নাম-

স্বাক্ষর- [signature]

তারিখ- 30/11/2021

১৫. নীতিমালা পর্যালোচনা:

প্রয়োজনবোধে যে কোন সময় এই নীতিমালাটি পরিমার্জন, পরিবর্ধন, পরিবর্তন এবং সংশোধন করা যাবে।